সমকাল

তারিখঃ ৩০-০৪-২০২৩ (পৃঃ ১৬,১১)

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত কম্বাইন্ড হারভেস্টার যন্ত্রের সাহায্যে কাটা হচ্ছে ধান — সমকাল

টুঙ্গিপাড়ার অনাবাদি জমিতে সোনালি ফসলের ঢেউ

- কৃষিতে নতুন সম্ভাবনা 'সমলয়' পদ্ধতি
- বেড়েছে যন্ত্রের ব্যবহার ও উৎপাদন

জাহিদুর রহমান, টুঙ্গিপাড়া (গোপালগঞ্জ) থেকে

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার পূর্ব দিকের বিলের বিস্তীর্ণ এলাকা বছরজুড়েই থাকে পানির নিচে। ৩৫ বছর ধরে কচুরিপানা আর ঘাস-পাতায় ছেয়ে থাকা বিলের অনাবাদি জমিতে এখন সোনালি ফসলের ঢেউ। এই বদলে যাওয়ার গল্পটা শুরু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে। এই বিলেই তাঁর পৈতৃক জমি রয়েছে ২২ বিঘা। বিশেষ ব্যবস্থাপনায় নিজেরসহ বিলের ১০০ বিঘা জমিতে আবাদ করছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

আঁকাবাঁকা পথ পেরিয়ে গ্রামে যেতেই ঐতিহাসিক টুঙ্গিপাড়ার রামচন্দ্রপুর পৌঁছতেই চারদিকে সোনালি ধান। 'ফলন্ত ধানের গন্ধে—রঙে তার—স্বাদে তার ভ'রে যাবে আমাদের সকলের দেহ'— জীবনানন্দ দাশ তাঁর 'অবসরের গান' কবিতায় যে ছবি এঁকেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিবিজড়িত বিলগুলো এখন যেন ঠিক তাই। পাকা ধানের সোনালি রং আর পাকা ফসলের গন্ধে ভরে উঠেছে এখানকার জনপদ। টুঙ্গিপাড়ার কুশলী ইউনিয়নে ফসলের খেতে কম্বাইন্ড হারভেস্টারের মাধ্যমে ধান কাটা উৎসব গতকাল শনিবার উদ্বোধন করেন কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার। এর আগে তিনি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ে ব্রি উদ্ভাবিত কম্বাইন্ড হারভেস্টার যন্ত্রের সাহায্যে ধান কাটা পর্যবেক্ষণ করেন।

সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, এত দিনের পরিত্যক্ত বিলের বুক এখন সোনালি ফসলে ছেয়ে গেছে। বিস্তীর্ণ এলাকা হয়ে উঠেছে শস্যের মায়াবী জগৎ। এখন সেই ফসল গোলায় তোলার আয়োজন।

কৃষিবিপ্লবের এ ছবি টুঙ্গিপাড়া ও কোটালীপাড়ার আরও অনেক গ্রামের। সরকারের নেওয়া 'সমলয়' চাষাবাদ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলক শুরু হয়েছে এমন আবাদ। প্রকল্পের আওতায় এক বা একাধিক মানুষের আবাদি-অনাবাদি জমিকে নিয়ে সেটিকে আবাদযোগ্য করে তুলছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। এখন পুরো ফসল কেটে দেওয়া হচ্ছে জমির মালিককে। এ জন্য জমির মালিককে খরচ করতে হয়নি এক টাকাও। এ রকম চাষাবাদে সুফল পেলে সাধারণ মানুষও আগ্রহী হয়ে উঠবে, কেউ জমি ফেলে রাখবে না— এটিই 'সমলয়' প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

কৃষি সচিব ওয়াহিদা আক্তার বলেন, বর্তমান বৈশ্বিক সংকটের কথা মাথায় রেখে খাদ্যের জোগান বাড়াতে দেশের এক ইঞ্চি জমি যাতে অনাবাদি না থাকে সেজন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে

পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ২

টুঙ্গিপাড়ার অনাবাদি জমিতে সোনালি

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেই আহ্বানে এবং তাঁরই নির্দেশে পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের সবজি ও উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করা হচ্ছে।

টুঙ্গিপাড়া উপজেলায় এবার ৪৮ জন কৃষকের ১৫০ বিঘা যৌথ জমিতে 'সমলয়' পদ্ধতিতে বোরো ধানের চাষাবাদ হয়। চাষাবাদের শুরুতে ট্রেতে বীজতলা করা হয়েছে। যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক চাষাবাদের এই পদ্ধতিতে কম খরচে কৃষক অধিক ধান উৎপাদন করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন কৃষি কর্মকর্তারা। তাঁরা জানান, এই পদ্ধতির চাষাবাদে কৃষকের বিঘাপ্রতি অন্তত ১২ হাজার টাকা সাশ্রয় হবে। এ ছাড়া বিঘাপ্রতি হাইব্রিডে ৩৫ মণ ধান উৎপাদিত হবে। উফশী জাতে ২৫ মণের স্থলে ৩০ মণ ধান উৎপাদিত হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক ড. শাজাহান কবীর বলেন, আধুনিক চাষাবাদ ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত 'সমলয়' নামের এই পদ্ধতিতে বীজতলা থেকে শুরু করে ধান মাড়াই পর্যন্ত সবই করা হবে আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে। স্বল্প মানুষের শ্রমে যন্ত্রের মাধ্যমে এই চাষের জমিতে কোনো আইল থাকে না। ফলে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের জমিতে বীজতলা থেকে ফসল কাটা সবই একই সময়ে একই সঙ্গে করা হয়।

রামচন্দ্রপুর গ্রামের কৃষক ও প্রধানমন্ত্রীর ২২ বিঘা জমির তত্ত্বাবধানকারী মহিব শেখ বলেন, নতুন পদ্ধতির চাষাবাদে সবই যন্ত্রের ব্যবহার। এখানে শ্রমিক তেমন লাগে না। ধান কাটার সময় শ্রমিক সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। তখন শ্রমিককে এক হাজার টাকা মজুরি দিতে হয়। ধান নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। এই চাষাবাদে অধিক ফলন পেয়ে দ্রুত ধান ঘরে তুলতে পারছি। এতে আমাদের অধিক লাভ হবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফার্ম মেশিনারি অ্যান্ড পোস্ট হারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতি গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ (এসএফএমআরএ) প্রকল্পের অর্থায়নে বাংলাদেশে এই প্রথম স্থানীয় ওয়ার্কশপে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার করে হোল ফিড কম্বাইন্ড হারভেস্টার ডিজাইনও তৈরি করেছেন ব্রির বিজ্ঞানীরা। ওই প্রকল্পের পরিচালক ড. এ কে এম সাইফুল ইসলাম জানান, দেড় বছর ধরে গবেষণা করে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বিশেষ করে হাওর অঞ্চলকে টার্গেট করে যন্ত্রটি উদ্ভাবন করা হয়। কারণ, বোরো মৌসুমে শ্রমিক সংকট এবং পাহাড়ি ঢলে প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। তবে আমন এবং বোরো উভয় মৌসুমেও এ যন্ত্র দিয়ে ধান কাটা যাবে। তবে এখনই বাজারে মিলবে না এই যন্ত্র।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ৩০-০৪-২০২৩ (পৃঃ ০১,১৫)

সিলেট : সুনামগঞ্জের হাওর অঞ্চলে ধান শুকাতে ব্যস্ত সময় পার করছেন কৃষিশ্রমিকরা —ইত্তেফাক

সোনার ধানের হাসিতে বন্যার দুঃখ দূর

সিলেট অঞ্চলে প্রায় ২০ লাখ মেট্রিক টন চাল গোলায় ভরার আশা কৃষকদের

হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ও মো. বুরহান উদ্দিন

পুরো সিলেট অঞ্চলে গত বছর প্রলয়ংকরী বন্যা হয়েছিল। সেই বন্যায় তীব্র কষ্ট ও ভোগান্তি সহ্য করেছেন এ অঞ্চলের মানুষ। তবে এ বছরের বোরোর বাম্পার ফলনে ভাটির জনপদের মানুষ ভুলে গেছেন পেছনের দুঃখের কথা। তাদের মধ্যে প্রাণস্পন্দন ফিরে এসেছে। বৃহত্তর সিলেটের মাঠ থেকে প্রায় ২০ লাখ মেট্রিক টন চাল গোলায় ওঠার স্বপ্নে বিভোর এখন হাওরপাড়ের মানুষ।

সিলেটের বিভিন্ন স্থানে ব্রি-২৮ জাতের ফলনে ব্লাস্টার রোগ, ধান কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে ১৭ জন নিহত হওয়ার ঘটনার পরও এবার চলতি বোরো মৌসুমে ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে। হাওরপাড়ের মানুষ এখন উৎসবে মাতোয়ারা। এ বছর বৃষ্টিপাত হয়েছে পরিমিত। আবহাওয়া ছিল রৌদ্রকরোজ্জ্বল। এই অনুকূল আবহাওয়ায় ফলন হয়েছে ভালো।

এদিকে কড়া রোদ ঠেকাতে মাথায় গামছা বেঁধে ধান কাটা-মাড়াই দিচ্ছেন কৃষক। বিভিন্ন স্থানে কিষানিরা হাওরপাড়েই নাড়ার আগুনে বড় বড় ডেগে কেটে আনা ধান সিদ্ধ দিচ্ছেন। আর সুর করে তারা গীত করছেন। সিলেটের সব কটি হাওরে যেন 'শুধু ধান তোলার কাব্য'।

মাঠে কৃষকদের সঙ্গে জনপ্রতিনিধি ও ছাত্রলীগের কর্মীরা ধান কাটায় যোগ দেওয়ায় অন্যরকম এক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। গতকাল শনিবার জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহসভাপতি লিখন আহমেদের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা সুনামগঞ্জের লালপুর গ্রামের কৃষক রহমত আলীর তিন বিঘা জমির বোরো ধান কেটে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন।

শাল্লা উপজেলা চেয়ারম্যান আল-আমিন চৌধুরী বলেন, 'কৃষকদের আনন্দে ঘরে থাকা যায় না, উৎসাহ দিতে শুরু থেকেই মাঠে আছি তাদের সঙ্গে। এবারের বাম্পার ফলনে কৃষকের মুখে হাসি ফুটেছে।'

তাহিরপুর উপজেলা চেয়ারম্যান করুণা সিন্ধু চৌধুরী শনির হাওরে কৃষকদের উৎসাহ দিতে খলায় ধান শুকাতে ব্যস্ত। তিনি বলেন, সুনামগঞ্জের বোরো ধান সারা দেশের প্রাণ। সবাই খুশিতে ধান তুলছেন। কিন্তু বিশাল 'মাঠিয়াইন' ও 'শনির' হাওর থেকে সোনার ফসল ঘরে নিয়ে আসতে 'জাঙ্গাল' (জামির মধ্যখানে প্রশস্ত রাস্তা) নেই। তিনি বলেন, তাহিরপুরেই ৫২ হাজার মেট্রিক টন বোরো ধান উৎপন্ন হয়। যার আর্থিক মূল্য ২০০ কোটি টাকা। হাওরের মধ্য দিয়ে কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে সাবমার্জিবল রোড নির্মাণের দাবি জানান তিনি। এদিকে স্থানীয় প্রশাসন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, কৃষি কর্মকর্তারাও ধান ঘরে তুলতে কৃষকদের উৎসাহ দিয়ে চলছেন। মৌলভীবাজারের 'কাউয়াদীঘি' হাওরের ধান কেটে নিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাইকিং চলছে। **পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪**

সোনার ধানের হাসিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

অন্যদিকে হবিগঞ্জে শ্রমিকসংকটের কারণে ধান কাটা ব্যাহত হচ্ছে।

গড়ে ৬৫ শতাংশ কর্তন শেষ

সিলেট কৃষি বিভাগ জানায়, সিলেটের চার জেলায় শুক্রবার পর্যন্ত গড়ে ৬৫ দশমিক ৯৯ শতাংশ বোরো ধান কাটা শেষ হয়েছে। সিলেটে ৭০ দশমিক ৩ শতাংশ, মৌলভীবাজারে ৫৭ দশমিক ১ শতাংশ, হবিগঞ্জে ৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ, সুনামগঞ্জে ৭৮ দশমিক ৪ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। সূত্রমতে, শুধু হাওরে ৮৮ শতাংশ ধান কাটা হলেও হাওর নয় এমন জমিতে ৩৫ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। হাওরের বাইরে ধান বপন দেরিতে হয়। তাই ধান পাকতে দেরি হয়। আগামী ১০-১২ দিনের মধ্যে হাওরে ধান কাটা শেষ হবে। হাওর ছাড়া অন্য জমির ধান কাটা শেষ হতে পুরো মে মাস লাগবে। এ বছর রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকায় প্রত্যেকে খুশি মনে কাজ করছেন বলে জানান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সুনামগঞ্জের উপপরিচালক বিমল চন্দ্র সোম।

১২ লাখ ৮৫ হাজার পরিবার বোরো ফসলের ওপর নির্ভরশীল : সিলেটে বিভাগের ১২ লাখ ৮৫ হাজার পরিবার সরাসরি এই বোরো ফসলের ওপর নির্ভরশীল। এ বছর ৪ লাখ ৯০ হাজার ৫৭৭ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়। এতে উৎপাদন লক্ষ্য মাত্রা ধরা হয় ১৯ লাখ ৯৯ হাজার ৮২১ মেট্রিক টন চাল। সবচেয়ে বেশি বোরো উৎপাদন হয় সুনামগঞ্জ জেলায়। এখানে এবার ২ লাখ ২২ হাজার ৫৭৫ হেক্টর জমিতে বোরো চাষ হয়েছে। এতে আশা করা হচ্ছে এ জেলায় সাড়ে ১৩ লাখ টন চাল কৃষকের গোলায় উঠবে।

১২০০ হারভেস্টার মেশিন মাঠে : কর্মকর্তারা জানান, বৃহত্তর সিলেট বিভাগের কৃষকদের সঙ্গে অন্তত ১ হাজার ২০০ হারভেস্টার মেশিন নেমেছে ধান কাটতে। সরকারি ভর্তুকি মূল্যে মেশিনগুলো দিনরাত ধান কাটছে। কিষান-কিষানিরাও নির্ঘুম রাত কাটাচ্ছেন।

বোরো ফসলকে ঘিরে যত স্বপ্ন : বোরো ফসলকে ঘিরেই সিলেটের অর্থনীতি ও সমাজনীতি। সন্তানের লেখাপড়া, বিয়েসাদি—সবকিছু। সারা বছরের খোরকি বোরো ধান গোলায় না উঠলে সেই গোলা পূর্ণ হয় অভাব অনটন ও ঋণের বোঝায়। তবে এবার বাম্পার ফলনে হাওরের গল্প ভিন্ন।

ফসলে ব্লাস্ট রোগে হাহাকার : এবার সিলেটের বিভিন্ন স্থানে বোরো ফসলের খেতে ব্লাস্টার রোগ দেখা দেয়। কৃষকরা বলেন, সংশ্লিষ্ট কৃষি অফিস এই জাতের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে ব্যাপক প্রচার করেনি। কৃষি কর্মকর্তারা এ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তারা সতর্ক করেছেন। অনেকেই তা শুনেননি। তাছাড়া প্রয়োজনীয় বৃষ্টির অভাবে অনেক স্থানে ব্রি-২৮ জাতে ধানের ফলন ভালো হয়নি।

ফরিয়াদের খপ্পরে কৃষক : সরকারিভাবে ধান কিনতে দেরি হওয়ায় ফরিয়াদের খপ্পরে পড়েছেন কৃষকরা। সব ধান চলে যাচ্ছে ফরিয়াদের গুদামে। ৯৫০ টাকা মণ দরে ফরিয়ারা খলা থেকে ধান কিনে নিচ্ছে। শাল্লা ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ছত্তার মিয়া জানালেন, হীরা ধান (মোঠা ধান) ৭৫০ থেকে ৮০০ টাকায় খলা থেকেই বিক্রয় হচ্ছে। তিনি বলেন, সরকার ধান কেনা শুরু করলে ধানের দাম বেড়ে যেত।

মধ্যনগরের আড়ত হয়ে ধান যাচ্ছে বিভিন্ন স্থানে : সুনামগঞ্জ জেলায় ধানের সবচেয়ে বড় আড়ত মধ্যনগরের এক আড়তদার বললেন, মধ্যনগরে প্রতিদিন ২৫-৩০ হাজার মণ ধান কিনছেন ৩৪ জন আড়তদার। এই ধান নৌপথে শানবাড়ী, জয়শ্রী, গাগলাজোড়, ইটনা-মিঠামইন হয়ে আশুগঞ্জ পৌঁছায়। মুন্সীগঞ্জ ও মদনগঞ্জে যাচ্ছে এখানের ধান। এখানকার ৭৫ শতাংশ ধান আশুগঞ্জে বিক্রি হয়।

সুনামগঞ্জ জেলা খাদ্যনিয়ন্ত্রক মইনুল ইসলাম ভূঁইয়া জানান, সুনামগঞ্জসহ ১০ জেলায় আগামী ৭ মে ধান কেনা ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন খাদ্যমন্ত্রী। ধান প্রতি কেজি ৩০ টাকা, চাল প্রতি কেজি ৪৪ টাকা দরে কেনা হবে। ধান কৃষকদের কাছ থেকে, চাল চুক্তিবদ্ধ মিলারদের কাছ থেকে কেনা হবে। কৃষকরা বলেন, ২৫ এপ্রিল থেকে ধান কেনা শুরুর কথা বলেছিলেন কৃষিমন্ত্রী। কিন্তু কী কারণে দেরি হচ্ছে, তা তারা জানেন না। এখন কৃষকরা ফরিয়াদের কবলে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ৩০-০৪-২০২৩ (পৃঃ ০৭)

সিরাজগঞ্জ : কাজীপুর নাটুয়াপাড়ায় শ্রম বিক্রির জন্য আসা শ্রমিকরা —ইত্তেফাক

জমে উঠেছে মৌসুমি কৃষিশ্রমিকের হাট

এলাকাভেদে দৈনিক হাজিরা ওঠানামা করে

■ ইত্তেফাক ডেস্ক

চলছে বোরো ধান কাটার মৌসুম। কালবৈশাখী ও শিলাবৃষ্টির ভয়ে গৃহস্থরা চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব ধান কেটে ঘরে তুলতে। ধান কাটতে প্রয়োজন কৃষিশ্রমিক। গৃহস্থের এই চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন স্থানে জমে উঠেছে মৌসুমি কৃষিশ্রমিকের হাট। এসব হাট থেকে গৃহস্থরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী কৃষিশ্রমিক সংগ্রহ করছেন। এলাকাভেদে শ্রমিকদের দৈনিক হাজিরা বেশ খানিকটা ওঠানামা করতে দেখা যাচ্ছে। আমাদের প্রতিনিধি ও সংবাদদাতাদের পাঠানো খবর:

নিকলী (কিশোরগঞ্জ) : সূর্য পূর্ব গগনে উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিশোরগঞ্জের নিকলী উপজেলার সদর ইউনিয়নের কালীবাড়ি বটতলা ও গরুচরা ঘাটে চোখে পড়ে শত শত মানুষের জটলা। সূর্য ওঠার আগে থেকেই অভাবী লোকজন ছুটে এসেছেন হাটে। চোখেমুখে তাদের অসহায়তার ছাপ। হাটে একশ্রেণির মানুষ এসেছেন 'বিক্রি' হতে, আরেক শ্রেণির মানুষ এসেছেন কিনতে। চলতে থাকে দরদাম, ওঠানামা করে পণ্যের মতোই। স্থানীয় ভাষায় কেউ তাদের বলে দাওয়ালী, কেউ বলে মুনি। ভদ্র ভাষায় অনেকে ডাকেন কৃষিশ্রমিক বলে। এখন চলছে বোরো ধান কাটার মৌসুম। এ সময় নিকলীর বিভিন্ন এলাকা থেকে কৃষিশ্রমিকেরা এসে শ্রমিকের হাটে বসেন।

শনিবার সকালে নিকলী শ্রমিকের হাট ঘুরে দেখা যায়, নিকলী, জারুইতলা, মামুদপুর, করগাঁও, পূর্বগ্রাম, চামারঠুলা, কুর্শা, পাঁচরুখীসহ বিভিন্ন গ্রামের অভাবী লোকজন এসেছেন কাজের সন্ধানে। এই মৌসুমে নিকলীসহ কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চলে কৃষিশ্রমিকের চাহিদা বেশি। ভোর সাড়ে ৫টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত চলে এই শ্রমিকের হাট। কেউ 'বিক্রি' হন এক দিন, কেউ পাঁচ দিন, কেউ সাত দিন, কেউ আবার ১০ দিনের জন্য 'বিক্রি' হন। দূর থেকে যাঁরা এই হাটে আসেন, তাঁরা বেশি দিনের জন্য, স্থানীয় শ্রমিকেরা প্রতিদিনের জন্য 'বিক্রি' হচ্ছেন। এই অঞ্চলে বোরো ধান কাটা শুরু হওয়ায় শ্রমিকের হাটও জমে উঠেছে। বর্তমানে ১১০০ থেকে ১২০০ টাকায় প্রতিদিন হিসেবে শ্রম বিক্রি হচ্ছে। কালীবাড়ি বটতলা ও গরুচরা ঘাটে শ্রমিকের হাটে কথা হয় মামুদ গ্রামের মগবুল মিয়া (৫০), সাইফুল (৩২), কাজল (২৯) ও নুরু মিয়ার (৩৮) সঙ্গে। তারা বলেন, প্রতি বছরই এই সময়ে তারা নিকলী বটতলা ঘাটে আসেন ধান কাটার জন্য। এ সময় শ্রমিকের দাম বেশি থাকে। এক মাস কাজ করলে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা নিয়ে বাড়িতে ফিরতে পারেন।

নিকলীর সিংপুর ইউনিয়নের সিংপুর গ্রামের কৃষক কাবিল সর্দার বলেন, আজকালকার শ্রমিকেরা নবাবি স্টাইলে চলেন। ঘড়ি দেখে কাজ করেন। একে তো চাল, ডাল, তেল ও মাছের দাম বেশি; পাশাপাশি একজন কৃষিশ্রমিকের তিন বেলা খাবার দিতে খরচ হয় ১৫০ টাকা। নিকলী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মুছাম্মৎ শাকিলা পারভিন জানান, কৃষিশ্রমিকদের সুবিধার জন্য উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে চারটি টিউবয়েল ও চারটি স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট দেওয়া হয়েছে। নিকলী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুনসুর আলী আরিফ জানান, দূর-দূরান্ত থেকে আসা কৃষিশ্রমিকেরা সারা দিন কাজ করে রাতে টাকা নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুমান। তাদের নিরাপত্তার জন্য চলতি এক মাস সদরে পুলিশি টহল জোরদার করা হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ : সিরাজগঞ্জের শিয়ালকোল, কান্দাপাড়া, কাজীপুরের নাটুয়ারপাড়া, আলমপুর, কুমারিয়াবাড়ী, পানাগাড়ী, রতনকান্দি ও সোনামুখী এলাকায় কৃষিশ্রমিক বিক্রির হাট এখন জমজমাট। প্রতিদিন সকালে হাট শুরু হয়। বর্তমানে মাঠে পাকা ধান কাটা শুরু হয়েছে। তাই কৃষিশ্রমিকদের চাহিদা অনেক বেশি। এখানে দিন হিসেবে ৫০০ টাকার কমে শ্রমিক পাওয়া কঠিন।

নাটুয়ারপাড়া গ্রামের গৃহস্থ আব্দুস সালাম জানান, কামলার দাম গত বছরের চেয়ে এবার বেশি। তবু কিছু করার নেই। বেশি দাম দিয়েই কামলা নিয়ে যেতে হচ্ছে। কাজীপুর উপজেলার মাজনাবাড়ী গ্রামের কৃষক আমির হোসেন বলেন, 'আমি নাটুয়ারপাড়া থেকে ৫০০ টাকা দরে পাঁচ জন কামলা (শ্রমিক) কিনছি। উত্তরবঙ্গের কামলাদের কাজের মান ভালো। কাজে কোনো ফাঁকি দেয় না। তাদের তিনবেলা খাবার দিতে হয়। আর কাজ করে ভোর থেকে একটানা সন্ধ্যা পর্যন্ত।

the daily observer
We stand for people's rights
Date: 30-04-2023 (Page: 15)

Salinity-tolerant rice cultivation brings delight to Barguna farmers

BARGUNA, April 29: Farmers in the coastal region of Barguna are rejoicing over their successful yield of salt-tolerant Bri varieties rice.

At Amratala village, located in Kalmegha Union of Patharghata Upazila, where growing crops is typically challenging, local farmers have reported good yields of Bri 67, 74, and 97 rice varieties.

Talking to UNB, local farmers, who hope to harvest 23-24 maunds of paddy per bigha, have expressed their satisfaction with the results.

Badal Howladar, a local farmer, expressed his satisfaction with the results, saying that the Bri rice varieties have done very well in the salinity-hit area.

The farmers said they cultivated the rice varieties for the first time during the Boro season in 2022-23as per the recommendation of the Bangladesh Rice Research Institute (BRRI).

The farmers have been growing the rice under the supervision of the Irrigation and Water Management Department of the BRRI.

To showcase the successful cultivation of salinity-tolerant Bri Dhan 67, Bri Dhan 74, and Bri Dhan 97 rice varieties, the BRRI organized a farmers' field day and harvesting exhibition on the fallow land in Amratala village recvently.

Director General of the BRRI Dr. Md. Shahjahan Kabir and its senior scientific officer Dr Devjit Roy , among others, visited the filed.

Dr. Md. Shahjahan Kabir said the institute has developed many high-yielding and salinity-tolerant rice varieties, including Bri 67 and Bri 97.

These varieties can withstand high salinity levels and have a lifespan of 140-145 days, he said.

Kabir added that the successful cultivation of these rice varieties in coastal salinity-hit areas like Barguna district through improved water management could play a vital role in the country's food security. —UNB

যুগান্তর
THE DAILY JUGANTOR

তারিখঃ ৩০-০৪-২০২৩ (পৃঃ ০৩)

বিভিন্ন স্থানে কৃষকের মাথায় হাত

ব্লাস্ট রোগে ধানের ব্যাপক ক্ষতি

আমিরুল ইসলাম

দেশের বিভিন্ন স্থানে বোরো ধানে ছত্রাকজনিত ব্লাস্ট রোগ ছড়িয়ে পড়েছে। কৃষকরা বাজার থেকে নানা ধরনের বালাইনাশক কিনে জমিতে ছিটাচ্ছেন, কিন্তু তাতে কিছুই হচ্ছে না। এছাড়া তীব্র দাবদাহে ধান খেতের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। কৃষক শত চেষ্টা করেও ক্ষেতে পানি জমিয়ে রাখতে পারছেন না। ফলে চলতি মৌসুমে সরকার নির্ধারিত ২ কোটি ১৫ লাখ মেট্রিকটন ধান উৎপাদনের লক্ষ্য অর্জন হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে এ বছর প্রায় ৫০ লাখ হেক্টর জমিতে বোরো আবাদ করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হওয়া নিয়ে শঙ্কা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ফিল্ড সার্ভিসের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস যুগান্তরকে বলেন, ব্লাস্ট হয়েছে। ব্রি-২৮ থেকে এর উৎপত্তি। রোগটির সংক্রমণ সারা দেশেই ছড়িয়েছে। তবে সরকারি হিসাবে ১৪১ হেক্টর জমিতে ব্লাস্ট হয়েছে বলে জানান তিনি। তার মতে, ব্লাস্টের কারণে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে কোনো প্রভাব পড়বে না।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া যুগান্তরকে বলেন, বিভিন্ন স্থানে ব্লাস্ট হয়েছে। সহনীয় মাত্রার চেয়ে তাপমাত্রা প্রায় সাড়ে ৫ থেকে ৬ ডিগ্রি বেশি পড়ছে। ব্রি-২৮ জাতের ধান চাষ না করতে বলা হয়েছে। আমরা কৃষক ভাইদের পরামর্শ ছাড়া আর কী দিতে পারি। তারা না শুনলে আমাদের কী করার আছে। আশা করি আগামী দিনে তারা কৃষি বিভাগের পরামর্শ নিয়ে চাষাবাদ করবেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরও বলেন, এ বছর বোরো ধান উৎপাদনে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে কি না তা এখনও বলার সময় আসেনি। সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক যুগান্তরকে বলেন, ব্লাস্টে ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। অতিরিক্ত তাপমাত্রায়ও ধানের ক্ষতি হচ্ছে। ধান খেতে পানি সরবরাহ কম থাকায় অনেক এলকায় উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসবে। সুতরাং সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে কি না তা নিয়ে বড় ধরনের আশঙ্কা রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আমি মনে করি এ বছর গত বছরের চেয়ে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ শতাংশ ধান কম উৎপাদন হবে।

কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, ব্রি-২৮ ধান কয়েক বছর ধরে ব্যাপক হারে চাষ করায় এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। ধানের এ জাতটি ব্লাস্ট রোগের প্রতি অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হওয়ায় তা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রতি বছর আমন ও বোরো মৌসুমে কমবেশি এ রোগের আক্রমণ দেখা দিলেও এ বছর রোগটির ব্যাপক আক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। বরিশাল, সাতক্ষীরা ও খুলনা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, গাজীপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, বগুড়া, নওগাঁ, গাইবান্ধা, রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট অঞ্চলে রোগটি ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছে।

কৃষি বিভাগের কর্মকর্তারা বলছেন, উফশী জাতগুলোর মধ্যে ব্রি-৫৮ ধান, ব্রি-৬৭ ধান, ব্রি-৬৯ ধানে ব্লাস্ট রোগ দেখা যায়নি। এছাড়া ব্রি-৮৯ এবং ব্রি-৯২ জাতের উচ্চ ফলনশীল জাতেও কোনো ব্লাস্ট হয়নি। তারা আরও জানান, কৃষকদের ব্রি-২৮ জাতের ধান চাষে নিষেধ করা হয়েছে। তারা শুনছে না। এর একটি কারণও রয়েছে। ব্রি-২৮ জাতের চালের ভাত খেতে মজাদার। সেই ক্ষেত্রে কৃষকরা বলছেন, আমরা নিজেদের খাওয়ার জন্য সামান্য কিছু ব্রি-২৮ জাত চাষ করেছি। আর পরামর্শ উপেক্ষা করে চাষাবাদের ফল শূন্য।

কৃষি গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, পাতাব্লাস্ট, গিঁটব্লাস্ট ও শীষব্লাস্ট এ তিন ধরনের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ব্লাস্ট রোগে ধানের ব্যাপক ক্ষতি

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

ব্লাস্ট রোগের মধ্যে নেক বা শীষব্লাস্ট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর। পাইরিক-কুলারিয়াওরাইজি নামক একপ্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

লিফব্লাস্টের কারণে পাতায় খাদ্য তৈরি ব্যাহত হয়। আবার নোড বা গিঁটব্লাস্টের কারণে গাছের গিটসমূহে পচন ধরে, আক্রান্ত স্থানে গাছটি ভেঙে যায় এবং গিঁটের ওপরের অংশ মারা যায়। নেক ব্লাস্টের আক্রমণ ধানের শীষ বের হওয়ার পর পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত শীষের গোড়ায় পচে যায়। ফলে খাবার ও পুষ্টি উপাদান ধানে যেতে পারে না এবং ধান চিটা হয়। রোগটি প্রতিরোধে কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে প্রথমে ব্রি-২৮ জাতের ধান চাষে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। এছাড়া ধান কাটার পর নাড়া-খড়কুটো জমিতেই পুড়িয়ে ফেলতে বলা হয়েছে। আক্রান্ত জমিতে উৎপাদিত ধানের বীজ সংগ্রহ না করতে এবং ইউরিয়া সার অতিরিক্ত পরিমাণ ব্যবহার না করতে বলা হয়েছে। সব শেষ জমিতে সবসময় পানি ধরে রাখার পরামর্শ দিয়েছেন কৃষিবিদরা।

ভৈরবে কৃষকের মাথায় হাত : ভৈরব (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি জানান, ভৈরবে ব্লাস্ট রোগে নষ্ট হয়েছে আগাম জাতের ব্রি-২৮। এতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা সারা বছরের খাদ্যের জোগান নিয়ে দিশেহারা। উপজেলার মৌটুপী গ্রামের ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক মো. মিজানুর রহমান জানান, এ বছর তিনি ৮ বিঘা জমিতে বোরো ধানের আবাদ করেছেন। এর মধ্যে হাইব্রিডের পাশাপাশি উফশী-২৮ জাতের ধান রোপণ করেন। কিন্তু এসব ধান গাছে ব্লাস্ট রোগ হওয়ায় ধান চিটা হয়ে গেছে। কৃষক কামাল মিয়া বলেন, অন্যের জমি বর্গা নিয়ে ৩০ বিঘা জমিতে বোরো-২৮ জাতের ধান রোপণ করেছি। ধানের শীষ আসার সঙ্গে সঙ্গে তা পুড়ে গিয়ে চিটা হয়ে গেছে। এ বছর একটা ধানও ঘরে তুলতে পারব না। ছেলেমেয়ে নিয়ে সারা বছর কী খেয়ে বাঁচব সেই চিন্তায় আছি। ভৈরব উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আকলিমা বেগম বলেন, আমরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জমি পরিদর্শন করে সহযোগিতা ও বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দিয়েছি। ক্ষতিগ্রস্ত জমির পরিমাণ নিরূপণ করতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের তালিকা তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

daily sun
TRUE AND IMPARTIAL
Date: 30-04-2023 (Page: 10)

Barguna sees good yield of salinity-tolerant paddy

BARGUNA: Farmers in the coastal region of Barguna are rejoicing over their successful yield of salt-tolerant Bri varieties rice, reports UNB.

At Amratala village, located in Kalmegha Union of Patharghata Upazila, where growing crops is typically challenging, local farmers have reported good yields of Bri 67, 74, and 97 rice varieties.

Talking to UNB, local farmers, who hope to harvest 23-24 maunds of paddy per bigha, have expressed their satisfaction with the results.

Badal Howladar, a local farmer, expressed his satisfaction with the results, saying that the Bri rice varieties have done very well in the salinity-hit area.

The farmers said they cultivated the rice varieties for the first time during the Boro season in 2022-23as per the recommendation of the Bangladesh Rice Research Institute (BRRI).

The farmers have been growing the rice under the supervision of the Irrigation and Water Management Department of the BRRI.

To showcase the successful cultivation of salinity-tolerant Bri Dhan 67, Bri Dhan 74, and Bri Dhan 97 rice varieties, the BRRI organized a farmers' field day and harvesting exhibition on the fallow land in Amratala village recventiy.

Director General of the BRRI Dr. Md. Shahjahan Kabir and its senior scientific officer Dr Devjit Roy , among others, visited the filed.

Dr. Md. Shahjahan Kabir said the institute has developed many high-yielding and salinity-tolerant rice varieties, including Bri 67 and Bri 97.

These varieties can withstand high salinity levels and have a lifespan of 140-145 days, he said.

Kabir added that the successful cultivation of these rice varieties in coastal salinity-hit areas like Barguna district through improved water management could play a vital role in the country's food security.

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ২৯-০৪-২০২৩ (পৃঃ ১২,১১)

উচ্চ ফলনশীল জাত বঙ্গবন্ধু ধান ১০০। এ সোনালি ধানে ভরে গেছে এবার কৃষকের মাঠ। গতকাল রাজবাড়ীর গোয়ালন্দের চর অঞ্চলে —মোফাজ্জল হোসেন লাল্টু

বঙ্গবন্ধু ১০০ ধানের বাম্পার ফলন কৃষকের চোখে মুখে সোনালি স্বপ্ন

গোয়ালন্দ (রাজবাড়ী) উপজেলা সংবাদদাতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ অবমুক্ত করেন। তারই ধারাবাহিকতায় রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার চর অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ জাতের বাম্পার ফলন হয়েছে।

সরেজমিন ঘুরে জানা গেছে, বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ একটি উচ্চ ফলনশীল উফশী জাতের ধান। এই ধানে কোন রোগ বালাই নেই। ধানের ফলন বেশ ভাল। সোনালী ধানে ভরে গেছে কৃষকের মাঠ। তাদের চোখে মুখে ফুটে উঠেছে সোনালী স্বপ্ন।

বঙ্গবন্ধু ১০০ জাতের ধান প্রতি বিঘা জমিতে ২৪ থেকে ২৫ মণ করে হয়ে থাকে। এ জাতের ধান আবাদে খরচ কম লাভ বেশি। বঙ্গবন্ধু ১০০ জাতের ধান বীজ তলা থেকে শুরু করে মাত্র ১৪৫ থেকে ১৪৮ দিনে ঘরে উঠে। সে কারণে বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ জাতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এই অঞ্চলের কৃষকদের কাছে।

চর অঞ্চলের কৃষক হুমায়ুন বলেন, আমি উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শে ৬ বিঘা জমিতে বঙ্গবন্ধু ১০০ ধান আবাদ করেছি। ৩ বিঘা জমির ধান কর্তন করে ঘরে তুলেছি। আরো তিন বিঘা জমির ধান কর্তন কাজ চলছে। এতে ধান পেয়েছি প্রায় বিঘা প্রতি ২৫ মন করে। ভালো ফলন হওয়ায় অন্য কৃষকেরাও এই ধানের চাষে আগ্রহ দেখাচ্ছে। আমি আগামী বছরে আরও বেশি করে এই ধানের আবাদ করবো।

আরেক কৃষক জুলহাস সরদার বলেন, আমি এ বছরে প্রথম দুই বিঘা জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ আবাদ করেছি। এ জাতের ধান মাত্র ১৪৫ থেকে ১৪৮ দিনেই ঘরে তোলা যায়। বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ অনেক ভাল ফলন হয়েছে। এ ধান বিঘা প্রতি ২৫ মণ করে পৃঃ ১১ কঃ ৬

বঙ্গবন্ধু ১০০

১২-এর পৃষ্ঠার পর

হয়ে থাকে। এ জাতের ধান আগামিতে আরো বেশি আবাদ করবো। আমাদের অঞ্চলের কৃষকদের দিনে দিনে বঙ্গবন্ধু ১০০ জাতের ধান আবাদের আগ্রহ বাড়ছে।

গোয়ালন্দ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. খোকনুজামান বলেন, এ বছরে এই উপজেলায় ৫শ' ৩০ বিঘা জমিতে বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ আবাদ হয়েছে। এই ধান বীজ তলা থেকে শুরু করে ১৪৫ থেকে ১৪৮ দিনে ঘরে তোলা যায়। বঙ্গবন্ধু ধান ১০০ অনেক ভালো হয়েছে। এ জাতের ধান বিঘা প্রতি ২৫ মণ করে হয়ে থাকে। এই অঞ্চলের কৃষকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বঙ্গবন্ধু ১০০ ধান চাষে।